সংস্কার হচ্ছে গান্ধী মিউজিয়ামের

মোট বরাদ্দ ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, প্রথম দফায় সাজবে ৫ গ্যালারি

এই সময়, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরের গান্ধী মিউজিয়ামে রক্ষিত স্মারক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। প্রথম দফায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংরক্ষণ করা হবে পাঁচটি গ্যালারিতে রক্ষিত মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী ও ছবি। ওই পাঁচটি গ্যালারির সংস্কারও করা হবে। এ কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সংগ্রহালয়ের অধিকর্তা প্রতীক ঘোষ। দু'বছরের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৭ মে সাধারণের জন্য জাদুঘরটি খুলে দেওয়ার পরে এই প্রথম তা সংস্কার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অধিকর্তা।

পুরো কাজের জন্য মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে জানিয়েছেন অধিকর্তা। এ জন্য অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে গান্ধীজির জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি, তার আগে পুরো জাদুঘর সংস্কার করার লক্ষ্য রয়েছে কর্তৃপক্ষের। সংস্কারের পাশাপাশি জাদুঘরটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলাও তাঁদের লক্ষ্য। তিনি জানিয়েছেন, প্রথম গ্যালারিতে আলো ও ধ্বনির সাহায্যে গান্ধীজির জীবনী তুলে ধরা হবে। পরের ফোটো গ্যালারিতে থাকছে স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধীজির ভূমিকা নিয়ে নানা আলোকচিত্র। চরকার ও বেশ কয়েকটি মডেল থাকবে। তৃতীয় গ্যালারিতে ভাঙি অভিযান, লবন সত্যাগ্রহ, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন দেখানো হবে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে। চতুর্থ গ্যালারিতে বাংলা ও গান্ধীজি। এখানে গান্ধীজির জীবন ও কাজ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন থাকবে, উত্তর দিলে মিলবে পুরস্কার। পঞ্চম গ্যালারিতে থাকছে ২২টি আসন, এখানে বসে বিশ্রাম করতে পারবেন দর্শকরা।

প্রবেশ পথে একটি সুভেনিয়র শপ থাকবে, তা ছাড়া একটি ক্যান্টিন তৈরির

ব্যারাকপুরে গান্ধী মিউজিয়াম — প্রণব বিশ্বাস

কথাও ভাবা হচ্ছে। অধিকর্তা জানিয়েছেন, গ্রন্থাগারটির সংস্কার করা হবে। সব কাজ হবে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ামসের ক্রিয়েটিভ ডিজাইনারদের তত্ত্বাবধানে।

এই সংগ্রহালয়ের বিশেষত্ব কী? গান্ধীজির নিজহাতে লেখা বাংলায় একটি চিঠি এখানে রয়েছে। নোয়াখালি থেকে চিঠিটি লিখেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। এ ছাড়া আরও ১১টি চিঠি এখানে রয়েছে। গান্ধীজির ব্যবহার করা লণ্ঠন, চাদর, কাঠের চামচ, তালপাতার টুপিও রয়েছে এখানে।

The issue of *Ei Samay* (Bengali daily published by the Times of India) 31st August, 2015, published the report about the renovation of the Sangrahalaya being carried out by the National Council of Science Museums (NCSM) with the fund sanctioned by the Ministry of Culture, Government of India. The report said that the Sangrahalaya would become better after the technical upgradation is completed after the renovation work is over.